...ার এই হাসপাতালে
...চাপে এই অবস্থা
...বস্থার সৃষ্টি করেছে।

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 13.NOV 1987
পৃষ্ঠা ... কলাম 4

৫টি মেডিকেল কলেজে শিক্ষাবর্ষ পিছাইতেছে

(ইত্তেফাক রিপোর্ট)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন মেডিক্যাল কলেজসমূহের নিয়মিত শিক্ষাবর্ষ পিছাইয়া যাইতেছে। ১৯৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষের ছাত্র-ছাত্রীদের শেষ পরীক্ষা ইতিমধ্যে ৮ মাস পিছাইয়া গিয়াছে।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিক্যাল কলেজ, ময়মনসিংহ মেডিক্যাল কলেজ, শেরে বাংলা মেডিক্যাল কলেজ ও পোষ্ট গ্রাজুয়েট (পি,জি) মেডিক্যাল কলেজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় রহিয়াছে। এই সকল মেডিক্যাল কলেজে ১৯৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষে যে সমস্ত ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হইয়াছিল, তাহাদের গত মে মাসে শেষবর্ষের সমাপনী পরীক্ষা দেওয়ার কথা থাকিলেও তাহারা এখনও পরীক্ষা দিতে পারে নাই। ১৯৮১-৮২ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ রাজশাহী মেডিক্যাল কলেজ ও

(শেষ পৃঃ২-এর কঃ দ্রঃ)

শিক্ষাবর্ষ

(১ম পৃঃ পর)

রংপুর মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা গত মে মাসে নিয়মিতভাবে শেষবর্ষ এম, বি, বি, এস পরীক্ষা দিয়া ডাক্তার হইয়া গিয়াছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেশন জটের প্রভাব কতগুলি অভিন্ন কারণে ইহার অধীনস্থ মেডিক্যাল কলেজগুলিতেও পড়িয়াছে। মেডিক্যাল কলেজগুলিতে মাইগ্রেশন প্রথা লইয়া সৃষ্ট সমস্যার কারণেও কয়েকটি মেডিক্যাল কলেজের স্বাভাবিক শিক্ষাক্রম ব্যাহত হইতেছে। সংশ্লিষ্ট মেডিক্যাল কলেজগুলির ছাত্র-ছাত্রীদের অনেক ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় পার্সেন্টেজ এবং অন্যান্য যোগ্যতা না থাকা সত্ত্বেও তাহাদের নিয়মিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে দেওয়ার জন্য কর্তৃপক্ষকে চাপ দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষ তাহাদের দাবী না মানিলে শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হয়। অনেক ক্ষেত্রে অযৌক্তিকভাবে পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ আদায় করিতে ছাত্র-ছাত্রীরা মারমুখী হইয়া উঠে। ফলে প্রায় প্রতিক্ষেত্রেই চাপের মুখে কর্তৃপক্ষ নমনীয়তা প্রদর্শন করিয়া পরীক্ষাদানের সুযোগ দিয়া থাকেন। এ সমস্ত ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রচলিত নিয়ম মানা হয় না। মেডিক্যাল পরীক্ষার্থীদের প্রয়োজনীয় পার্সেন্টেজ না থাকিলে নিয়মানুযায়ী তাহারা পরীক্ষা দিতে পারে না। ইহাছাড়া, তাহাদের প্রফেশনাল পরীক্ষায় পাস করিবার পর পরবর্তী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে হইলে অন্তর্বর্তীকালীন ৮ মাস নিয়মিত ক্লাস করার নিয়ম রহিয়াছে। কিন্তু প্রায় ক্ষেত্রেই বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মানা হইতেছে না। ছাত্র-ছাত্রীদের মেডিক্যাল পরীক্ষার সময়সীমা এবং ফল প্রকাশের ব্যাপারেও বিভিন্ন অনিয়ম দেখা যায়। নিয়মানুসারে জানুয়ারী, মে ও সেপ্টেম্বর মাসের ১ তারিখ হইতে বিভিন্ন বর্ষের পরীক্ষা শুরু হইবার কথা।

চলতি বছরে প্রথমবর্ষ এম,বি,বি, এস শ্রেণীতেও ছাত্র-ছাত্রীদের মেডিক্যাল কলেজগুলিতে ভর্তি বিলম্বিত হইতেছে। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ বহু ছাত্র-ছাত্রী মেডিক্যাল প্রথমবর্ষ ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত: কিন্তু কবে নাগাদ পরীক্ষা হইবে তাহা এখনও অনিশ্চিত। গত বৎসরের ভর্তির নিয়ম বহাল থাকিলে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় ১২ শত নম্বরপ্রাপ্ত ছাত্র-ছাত্রীগণ প্রথমবর্ষ মেডিক্যাল ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করিতে পারিবে।